HSC 2025

GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আর্লিবার্ড অফারে

কোর্সে এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715

উৎকর্ষ

বাংলা-সহপাঠ

লেকচার-১৮

লালসালু

এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল।

(মোদাব্বের)

পাটের অথবা তামাক

করিমগঞ্জ স্কুলে

(আক্কাস)

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না।সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো।ইস্কুলের জন্য দস্তুরমতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চালতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল।কথা এই যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনো প্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

-কী হুনি ব্যাপারী মিঞা?

ব্যাপারী বলে, কথাডা ঠিকই।

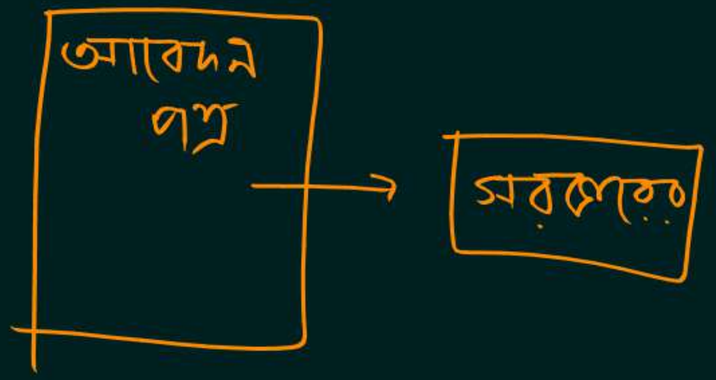

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো।আক্কাস এল, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এল। আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল।দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে- এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল।তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ।ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করল, -তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।ইস্কুল হবে কী হবে না- সে আলোচনাই তো হবার কথা।তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ? সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস।দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই।কারও ছাটা, কারও স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারও-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি।মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত।কিন্তু সেদিন গেছে।

খালেক ব্যাপারী বলে,
-হে নাকি ইংরাজি পড়ছে।তা পড়লে মাথা কি আর ঠাণ্ডা থাকে!
ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে।বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে।সে-কথা কী সত্যি?
আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,
-আপনি যা হুনছেন তা সত্য।
মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে।তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,
-তা এই বদ মতলব কেন হইল?
-বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ-কাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

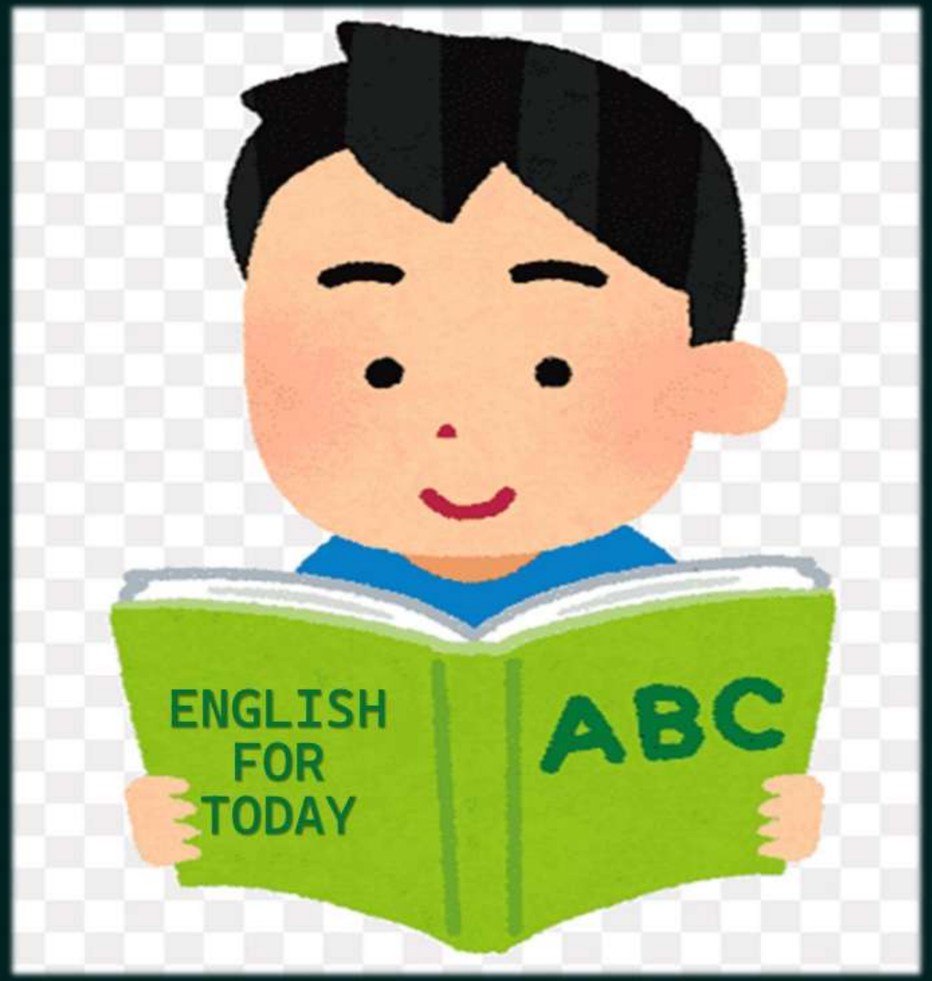

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, ভাই সকল! পোলা মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে-তা নিয়ে আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তি বিধান হবে- এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বলে,

-বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন।

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক জানি শীতল হয়। শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন- আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

পাকা মসজিদ

একসময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,
-তয় ইস্কুলের কথাডা?
শুনে সকলে এমন চমকে ওঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়।ধমকে তো তো করে বলে,
-চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না।মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারও মনে প্রশ্ন জাগায় না।যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালি বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

'তোমার দাড়ি কই মিঞা' কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
[ঢা. বো. ২২; ব. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]

ক) মজিদ
খ) মোদাব্বের মিঞা
গ) আক্কাস
ঘ) ধলা মিঞা

'তোমার দাড়ি কই মিঞা' কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
[ঢা. বো. ২২; ব. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]

ক) মজিদ
খ) মোদাব্বের মিঞা
গ) আক্কাস
ঘ) ধলা মিঞা

উৎকর্ষ

আক্কাসের বাবার নাম কী?
[দি. বো. ১৭]

ক) খালেক ব্যাপারী
খ) কালু মিয়া
গ) মোবারক মিয়া
ঘ) মোদাব্বের মিয়া

উৎকর্ষ

আক্কাসের বাবার নাম কী?
[দি. বো. ১৭]

ক) খালেক ব্যাপারী
খ) কালু মিয়া
গ) মোবারক মিয়া
ঘ) মোদাব্বের মিয়া

ইজারাদারদের স্বার্থরক্ষায় প্রভাবশালীরা নদীতে সাঁকো তৈরির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়।- এখানে প্রভাবশালীরা 'লালসালু', উপন্যাসের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়? [ম. বো. ২৩]

ক) মজিদ
খ) খালেক ব্যাপারী
গ) মতলুব খাঁ
ঘ) আওয়ালপুরের পীর

উৎকর্ষ

ইজারাদারদের স্বার্থরক্ষায় প্রভাবশালীরা নদীতে সাঁকো তৈরির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়।- এখানে প্রভাবশালীরা 'লালসালু', উপন্যাসের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়? [ম. বো. ২৩]

ক) মজিদ
খ) খালেক ব্যাপারী
গ) মতলুব খাঁ
ঘ) আওয়ালপুরের পীর

"আইজ-কাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?" উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে বলা হয়?
[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট- ০২) ২০২২-২৩]

ক. মজিদকে
খ. খালেক ব্যাপারীকে
গ. মোদাব্বের মিয়াকে
ঘ. কোনটাই নয়

"আইজ-কাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?" উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে বলা হয়?
[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট- ০২) ২০২২-২৩]

ক. মজিদকে
খ. খালেক ব্যাপারীকে
গ. মোদাব্বের মিয়াকে
ঘ. কোনটাই নয়

নয়নপুর গ্রামবাসীকে গণশিক্ষা দেওয়ার জন্য জামাল সকলকে একত্রিত করে।কিন্তু গ্রামের মোড়ল আবেদ আলী তার শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে তাকে বাধা দেয়। এভাবে গ্রামে গণশিক্ষার উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়।
[দি. বো. ২৩]

উদ্দীপকের জামাল 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে?

ক) দুদু মিয়া
খ) সলেমনের বাপ
গ) মোদাব্বের
ঘ) আক্কাস

নয়নপুর গ্রামবাসীকে গণশিক্ষা দেওয়ার জন্য জামাল সকলকে একত্রিত করে।কিন্তু গ্রামের মোড়ল আবেদ আলী তার শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে তাকে বাধা দেয়। এভাবে গ্রামে গণশিক্ষার উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়।
[দি. বো. ২৩]

উদ্দীপকের জামাল 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে?

ক) দুদু মিয়া
খ) সলেমনের বাপ
গ) মোদাব্বের
ঘ) আক্কাস

উৎকর্ষ

উদ্দীপকের মোড়ল ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে-

ক) ধর্মীয় গোঁড়ামি
খ) চতুরতা
গ) স্বার্থপরতা
ঘ) আধিপত্যবাদ

উৎকর্ষ

উদ্দীপকের মোড়ল ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে-

ক) ধর্মীয় গোঁড়ামি
খ) চতুরতা
গ) স্বার্থপরতা
ঘ) আধিপত্যবাদ

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক-একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিয়ার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

শরীর

{গম্বুজ ওয়ালা}

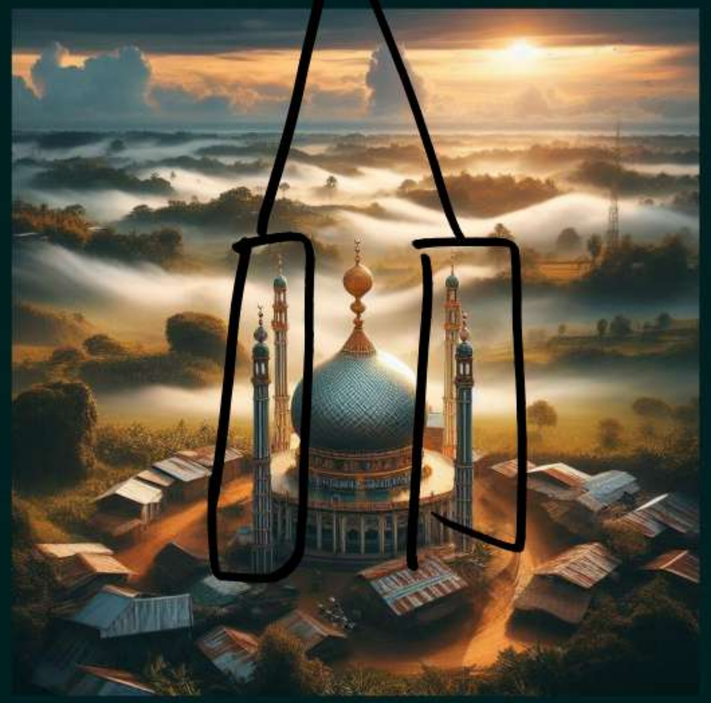

উৎকর্ষ

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে।এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে।তা ছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো-এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে।ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা।কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে।দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে।সেদিন ছিল ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক।বছরগুলো ভালোই কেটেছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়।- 'লালসালু' উপন্যাসের এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে মজিদের-
[কু. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৭]

ক) ধর্মীয় ও আর্থিক প্রভাব
খ) আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা
গ) ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিপত্তি
ঘ) আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা

'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়।- 'লালসালু' উপন্যাসের এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে মজিদের-
[কু. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৭]

ক) ধর্মীয় ও আর্থিক প্রভাব
খ) আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা
গ) ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিপত্তি
ঘ) আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা

সে-রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে।
চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে।
একসময়ে মজিদই বলে,
-বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!
এমন কথা মজিদ কখনো বলে না।তাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না।তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে, আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি।কেমন মোটাতাজা পোলা।
প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না।তারপর বলে,
-নিজের রক্তের না হইলে কি মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া দেয়।মহড়া দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে।বলে, তা ছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

নীরবতা ⇒ পাথরের মতো

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে।মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারী।যে নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব।এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না।দূর হবে যদি নেশা ধরে।মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

-আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

বেলা চড়লে তার কোরান-পাঠ খতম হয়।উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে-তাতে যেন কোরান-পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিল।সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ।যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে।কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহিমাকে বলে,

বিবি, একটা কথা।-

শুনবার জন্যে রহিমা পা-টেপা বন্ধ করে।তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

-বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ।তোমার একটা সাথি আনুম? সাথি মানে সতীন।সে-কথা বুঝতে রহিমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না।এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহিমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

-কী কও?

-আপনে যেমুন বোঝেন।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা।বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে।কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

জামিলা → বিদ্রোহী

নতুন বউ-এর নাম জমিলা।জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে।স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে।আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে।ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

-হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়।তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

-জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

বিড়ালছানা

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,

-পড়ব আর কি ধীরে-সুস্থে।

আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,

-তোমারে হে মানসম্মান করেনি?

-করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা।চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে।প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে।অবশেষে ধীরে-ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে।এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে- এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

ঘোমটা খোলে → হাসাত শুরু করে।

উৎকর্ষ

"আহা, খোদা যদি আমাকে পোলাপাইন দিত।"- কথাটা ব্যথাবিদীর্ণ অন্তরে জাগ্রত হয়- [রা. বো. ১৬]

i. রহিমার
ii. আমেনার
iii. মজিদের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

“আহা, খোদা যদি আমাকে পোলাপাইন দিত।”- কথাটা ব্যথাবিদীর্ণ অন্তরে জাগ্রত হয়- [রা. বো. ১৬]

i. রহিমার
ii. আমেনার
iii. মজিদের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

রহিমা মজিদের দ্বিতীয় বিয়েতে প্রতিবাদ করে না কেন?

i. স্বামীভক্তি
ii. ধর্মনিষ্ঠা
iii. সমাজের আনুগত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

উৎকর্ষ

রহিমা মজিদের দ্বিতীয় বিয়েতে প্রতিবাদ করে না কেন?

i. স্বামীভক্তি
ii. ধর্মনিষ্ঠা
iii. সমাজের আনুগত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল।ছেলেপুলে নেই।সৌদামিনীর স্বামী স্থির করল, আর একটি বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক।বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না।
[সকল বোর্ড-২০১৮]

উদ্দীপকের সৌদামিনীর স্বামীর মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মানসিকতা বিদ্যমান?

ক) খালেক ব্যাপারীর
খ) মজিদের
গ) দুদু মিঞার
ঘ) মতলুব খাঁর

বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল।ছেলেপুলে নেই।সৌদামিনীর স্বামী স্থির করল, আর একটি বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক।বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না।
[সকল বোর্ড-২০১৮]

উদ্দীপকের সৌদামিনীর স্বামীর মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মানসিকতা বিদ্যমান?

ক) খালেক ব্যাপারীর
খ) মজিদের
গ) দুদু মিঞার
ঘ) মতলুব খাঁর

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝংকার।
পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,
-কে হাসে অমন কইরা?
জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়।তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে।কেউ উত্তর দেয় না।
মজিদ আবার বলে,
-মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না।তোমার হাসিও জানি কেউ হুনে না।
রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলানি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।
জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে।সে শুনেছে।

$\{6.11 - 6.23\}$

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে।বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে।মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে।তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহিমা বলে,

-জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো।
ওর হাসি কিন্তু থামে না।বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।
আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,
--একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।
হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়।তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,
-কী কথা বইন?
-কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা।সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

{সমা}

-কও না।
বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে।তারপর বলে,
-তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাক দিয়া তানারে দেখাইছিল।
-কারে দেখাইছিল?
-আমারে।তয় দেইখা আমি কই; দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ।আর- হঠাৎ আবার হাসির একটা ধমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে-আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।
কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না।রহিমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেল।

মাজিদ

পূর্বাহ্ণ/ই

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন? তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে-পূর্বাহ্ণে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

অ/আ+ষ

ষ

দু=উ+ষ {দুষ্কর}

'তানি বুঝি দুলার বাপ।'- জমিলা কার সম্পর্কে এ উক্তি করেছে?
[রা. বো. ১৬]

ক) মোদাব্বের মিঞা
খ) মতলুব মিঞা
গ) খালেক ব্যাপারী
ঘ) মজিদ

'তানি বুঝি দুলার বাপ।'- জমিলা কার সম্পর্কে এ উক্তি করেছে?
[রা. বো. ১৬]

ক) মোদাব্বের মিঞা
খ) মতলুব মিঞা
গ) খালেক ব্যাপারী
ঘ) মজিদ

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে।রহিমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

-ওইটার হইছে কী?

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে।তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

-মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

-কিন্তু... ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে-কথার জবাব দেয় না।হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

-ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ওইরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুঁকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ায় হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে।জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে।মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী- তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ।কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে।জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব।সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে।বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে।মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে।একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কূল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে।প্রশ্ন করলে কি একটা অতলতার প্রমাণ পাবে-এই ভয় মনে।
মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকালের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে।তাই আজ সকালে ওই সাতকুল খাওয়া শণের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে।কেন?
হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে।বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে।ও কি ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?
তারপর হঠাৎ উঠে সিড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।
গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।জমিলাও এবার নড়ে।হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে,
মনে মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

স্বামী

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়।মজিদের ঘুম আসে না।ঘুমের আগে জমিলার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত।হয়ত এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্তনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে।তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকিধিকি করে জ্বলে, মানে অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে।সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল-তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

'লালসালু' উপন্যাসে অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে কোথায়?
[ব. বো. ১৬]

ক) মতিগঞ্জে
খ) ডোম পাড়ায়
গ) গারো পাহাড়ে
ঘ) আওয়ালপুরে

'লালসালু' উপন্যাসে অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে কোথায়?
[ব. বো. ১৬]

ক) মতিগঞ্জে
খ) ডোম পাড়ায়
গ) গারো পাহাড়ে
ঘ) আওয়ালপুরে

পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহিমা দেখে, মজিদ।তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুসি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে।তারপর বলে,

-জমিলা কই?

-ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস।মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য।নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না।যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

নামাজ সে আজ পড়েছে।মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধ ঘণ্টার মতো।তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে।কিন্তু তখন রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে-কথা সে জানে না।

- কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

- বোধ হয় বুধ হয় জানি না।খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না।যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহিমা নিরুত্তরে ভুসি গোলানো শেষ করে।গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে।ভুসি খেতে শুরু করে।কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া।সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহিমা যখন ধীরে ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না।রহিমার গলা চলে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে।এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে এক হাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়।তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কজার কচি হাড় হয়ত মড়মড় করে ওঠে। আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে।কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে।কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে।হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে।সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না।কোনো কথাই সে বলবে না।নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে।মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনো দিন।আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ-যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে-সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়।অন্তরে যে ক্রোধ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে সে ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুসতে থাকে।তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে।দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি।কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে।আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

-ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে।নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

-রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে।এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই।এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে।সে যেন মূর্তি।
অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়।আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে।হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে।ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।
যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,
-ওই দিলে খোদার ভয় নেই।এইটা বড়ই আফসোসের কথা।
অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে।ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ।আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে।মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ।সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই-মানুষের ভয় তো দূরের কথা।মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ।একসময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই।পুকুরঘাটে যেমন থাক থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি এটা গুঁড়ি বসানো।তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে, তারপর বলে, -রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়।শত্রুর আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।মজিদ বলে চলে,

-তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ।তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই।অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব।তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না।মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কি শক্ত গুনার কাম জানোনি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আগরে কি ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব।কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।
-তা ছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি।এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তানার রুহের দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়।তানার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।
তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।
জমিলা তেমনি বসে থাকে।ভঙ্গিতে তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো।তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে।কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়ত তেমনি কিছু একটা বোঝে সে।সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।
তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে।দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে।সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।
কিন্তু পর মুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।- কে খাঁচায় ধরা পড়েছে?
[কু. বো. ২২; ব. বো. ১৭]

ক) রহিমা
খ) আমেনা
গ) জমিলা
ঘ) হাসুনির মা

'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।- কে খাঁচায় ধরা পড়েছে?
[কু. বো. ২২; ব. বো. ১৭]

ক) রহিমা
খ) আমেনা
গ) জমিলা
ঘ) হাসুনির মা

মজিদ জমিলার মধ্যে খোদাভীতি জাগাতে চায় যে কারণে- [কু. বো. ২২]

i. জমিলাকে বশ করতে
ii. স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে
iii. স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

মজিদ জমিলার মধ্যে খোদাভীতি জাগাতে চায় যে কারণে- [কু. বো. ২২]

i. জমিলাকে বশ করতে
ii. স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে
iii. স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

জালালের দুই বউয়ের মধ্যে মিমি ছোটো।বয়স অল্প হওয়ার কারণে সংসার সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই।হেসে-খেলে দিন কাটে তার।সুযোগ পেলেই সমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজবে মেতে ওঠে সে।
[চ. বো. ২৩]

উদ্দীপকের মিমি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের অনুরূপ?

ক) রহিমা
খ) আমেনা
গ) তানুবিবি
ঘ) জমিলা

জালালের দুই বউয়ের মধ্যে মিমি ছোটো।বয়স অল্প হওয়ার কারণে সংসার সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই।হেসে-খেলে দিন কাটে তার।সুযোগ পেলেই সমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজবে মেতে ওঠে সে।
[চ. বো. ২৩]

উদ্দীপকের মিমি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের অনুরূপ?

ক) রহিমা
খ) আমেনা
গ) তানুবিবি
ঘ) জমিলা

মিমির সঙ্গে উক্ত চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়-

i. বয়সে
ii. মানসিকতায়
iii. বাল্যবিবাহে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

মিমির সঙ্গে উক্ত চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়-

i. বয়সে
ii. মানসিকতায়
iii. বাল্যবিবাহে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

বিদ্যুৎ গতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়।ক্ষীণ দেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,

-বুবু!

এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়।তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ।উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট।সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না।তারপর সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।এ হয়েই থাকে।তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে, কেউ-বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়।কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়।কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়।কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই।সে আর দৃষ্টি ফেরায় না।তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না।অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়।ধীরে ধীরে সে উঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়।একসময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে।সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়।বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে।সকলের দিকে চেয়ে বলে,

-পাগলি ঝিটা।একটু থেকে আবার বলে, নতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে। তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ।ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।হয়ত তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার।হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়।কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না।লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে।কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়।মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়।জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে।ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে।কেশে একে একে সকলের পানে তাকায়।তারপর বলে,

-ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচাইন আছেন।কী তার কারণ? কেউ উত্তর দেয় না।কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে।কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়।অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের।কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

একটু পরে মজিদও আসে।রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে।ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এইবার মতামত জানাবে মজিদ।কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না।কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

-হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়।কোথাও জমিলা নেই।মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ ওঠে চলে গেল তারপর আর সে এদিকে আসেনি।আস্তে রহিমা বলে,

-বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

-ও যে একদম বাইরে চইলা গেল, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমা।জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

-হে বাইরে গেছিল?
তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের।উত্তরে শুধু বলে,
-হ!
তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।
রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে।তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।
ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে- বিবি শোন।
তোমার লগে কথা আছে।
সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে।সংকীর্ণ
দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো।তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে
থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে।সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন
কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।
-বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলানি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহিমাকে।তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেয়,
-তওবা-তওবা, কী যে কন।কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়।মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ।অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা।মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ভেজা মাটির মতো নরম।মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রং শূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে।তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল।সে তার ঘরের খুঁটি।
হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়ত কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

-কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না।তোমারে জিগাই, তুমি কও।

খুঁটি

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহিমা বলে,
-কী কমু? মাইয়াডা জানি কেমুন।পাগলি।তা আপনে এলেমদার মানুষ।দোয়া-পানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।
পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার।ঘুম থেকে ওঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেমেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে।এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে।ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

'লালসালু' উপন্যাসের 'মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।'- বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে-
[দি. বো. ১৯]

ক) অবিশ্বাস
খ) সৌন্দর্যপ্রীতি
গ) বালুতীরের প্রতি আকর্ষণ
ঘ) অসীমকে ছেড়ে দৃশ্যমানের প্রতি আগ্রহ

'লালসালু' উপন্যাসের 'মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।'- বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে-
[দি. বো. ১৯]

ক) অবিশ্বাস
খ) সৌন্দর্যপ্রীতি
গ) বালুতীরের প্রতি আকর্ষণ
ঘ) অসীমকে ছেড়ে দৃশ্যমানের প্রতি আগ্রহ

তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পাহাড়ের মত অটল" কর সম্পর্কে বলা হয়েছে?
[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০৩) ২০২২-২৩]

ক. রহিমা
গ. আমেনা
খ. জমিলা
ঘ. হাসুনির মা

তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পাহাড়ের মত অটল" কর সম্পর্কে বলা হয়েছে?
[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০৩) ২০২২-২৩]

ক. রহিমা
গ. আমেনা
খ. জমিলা
ঘ. হাসুনির মা

মজিদের মুখ গম্ভীর।ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছ।খালি তা না, তুমি তানারে নারাজ করছ।আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে।আমার উপর তানার এবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব।একটু থেমে মজিদ আবার বলে, আমার দয়ার শরীল।অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়ে বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত।আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার।তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে।তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না।তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

-হুনছ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে।তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে।কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ করে সে বলে,
-দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না।কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার।কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ।তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে, -তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা।তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা।তানার নাম মোদাচ্ছের।কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের।সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই।তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা।তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। এখানে 'তানার' নাম -
[জাবি ইউনিট গ ২০২১-২২]

ক. মোখাব্বের
খ. মোদাব্বের
গ. মোদাচ্ছের
ঘ. মোকাব্বের

তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা।তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। এখানে 'তানার' নাম -
[জাবি ইউনিট গ ২০২১-২২]

ক. মোখাব্বের
খ. মোদাব্বের
গ. মোদাচ্ছের
ঘ. মোকাব্বের

ধীরে ধীরে মজিদ ওঠে।ও ঘরে গিয়ে দেখে জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে।এখুনি উঠবে-এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ।জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের।নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে।তারপর সহসা আবার সে-চিনচেনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে।নামাজ পড়তে পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট।মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো।এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে।জমিলা চমকে ওঠে তাকায় মজিদের পানে।প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে।রাতের নীরবতা এত ভারী যে, গলা ছেড়ে চিৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে।যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

-তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না? জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয় ক্রোধে।গোলমাল শুনে রহিমা পাশের বিছানা থেকে ওঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার।

মজিদ তাকে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।
উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে।মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে।তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিল জমিলার মনে।মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে।সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা।মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো।হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

পেছনে-পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে।আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন।কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে।জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে
পারে।যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,
-হে আমার মুখে থুথু দিল!
একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহিমা,
-কী করলা বইন তুমি, কী করলা!
তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মনে-প্রাণে।কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বললো না।আরও কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো।ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই।তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরও কঠিনতর করে তুলল।তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে।ভেবেছিল, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে।এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার।কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল।এবারেও সে অসতর্ক হলো না।এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ।ঘর অন্ধকার।বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না।এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই।খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে।কিন্তু সে দেখে না কিছু।কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে।অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে।বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল।আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে।তারপর সে চুপ করে গেল।কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই।ওঠা-নামা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই।এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল।কিন্তু মজিদও ক্ষীপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল।জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা।এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ।এই সময় সে বলে,
-দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর।আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূতপ্রেতও রক্ষা পায় নাই।এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরিরা।আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারও আছর আছে।না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশোনির ভাব জাগল না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?
এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধল।মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে।

তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,
-তোমার জন্য আমার মায়া হয়।তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে।কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়।কিন্তু তোমারে আমি এইসব করুম না।কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব।কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে।কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল।কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উচিয়ে বলল,
-ঝাপটা দিয়া গেলাম।কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না।দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।
তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা।মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করল,

-হে কই?

-মাজারে।ওর ওপর আছর আছে।মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব হে-জিন।

-ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ।বিস্মিত হয়ে বলল,

-কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের।দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বলল,

-তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেল।গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ।মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ করে রইল।যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে-এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল।কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরও দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে।রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই।বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই।মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নাই।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে।ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়।ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না।তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে অপেক্ষা যুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না।কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়।এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়।কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে।সে অন্ধকারে তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়।সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র।চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে।হয়ত-বা সে এবাদত করে।এবাদতের রকমের শেষ নেই।প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে।রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ভ্রুর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে।দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর।মজিদ ওঠে আসে ভেতরে।ভাবে, ঝড় থামুক।কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে।সুবেহ সাদেক।নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ।যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে রাতের শেষ; নতুন দিনের শুরু।মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাক।সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে-অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক।আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না।ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি।অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে।তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি।মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদ সংকেত শুনে।শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎবেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়।ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে।দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসেছিল।সে কোনো উত্তর দেয় না।মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

-বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

রহিমা এবারও উত্তর দেয় না।তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে চোখ যেন জমিলার সেদিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে-যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিল।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত।দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়ত আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো।বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার ঢিল।কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

খোদার ঢিল → শিলা

দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে।একসময়ে রহিমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।বলে,

কী হইল তোমার? দেখ না, শিলাবৃষ্টি পড়ে!
একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহিমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না।পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে রহিমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, মাঠে মাঠে কচি নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে।এবং যে রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

-কী হইলো তোমার বিবি?

রহিমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে।তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে, -ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না।তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত।তবু তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই।চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়।আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না।সে নত হয়ে ধীরে ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে।বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

-মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে।কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে, -
না।একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই।আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।
সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে।তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে।মায়া যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্পমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ। মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে।

মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে।কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।গলা কেশে মজিদ বলে, -দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র।দয়া-মায়া সকলেরই আছে।কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়।বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে।ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারও মুখে কথা নেই।মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে-সব তো গেল! এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়।সে কঠিনভাবে বলে, নাফরমানি করিও না।খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ।

এরপর আর কারও মুখে কথা জোগায় না।সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ।তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে।চোখে ভাব নেই।বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।' কাদের কথা বলা হয়েছে?
[রা. বো. ২২]

ক) যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে না
খ) যারা নাফরমানি করে
গ) ক্ষেতের প্রান্তে জড়ো হওয়া লোকজন
ঘ) মোদাচ্ছের পিরের মাজারবিশ্বাসী মানুষ

উৎকর্ষ

'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।' কাদের কথা বলা হয়েছে?
[রা. বো. ২২]

ক) যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে না
খ) যারা নাফরমানি করে
গ) ক্ষেতের প্রান্তে জড়ো হওয়া লোকজন
ঘ) মোদাচ্ছের পিরের মাজারবিশ্বাসী মানুষ

'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে।'- উক্তিটিতে কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
[চ. বো. ২২]

ক) ক্ষোভ
খ) নিন্দা
গ) অভিমান
ঘ) কটুকথা

'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে।'- উক্তিটিতে কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
[চ. বো. ২২]

ক) ক্ষোভ
খ) নিন্দা
গ) অভিমান
ঘ) কটুকথা

রহিমা → বিদ্রোহী

উৎকর্ষ

'খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।'- এটি কার উক্তি?
[চ. বো. ১৬]

ক) খালেক ব্যাপারী
খ) মজিদ
গ) তাহেরের বাপ
ঘ) আওয়ালপুরের পির

উৎকর্ষ

‘খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।’- এটি কার উক্তি?
[চ. বো. ১৬]

ক) খালেক ব্যাপারী
খ) মজিদ
গ) তাহেরের বাপ
ঘ) আওয়ালপুরের পির

'লালসালু' উপন্যাসে প্রতিবাদের প্রতীক কে?
[বেরোবি; গ ইউনিট ২০১৭-১৮]

ক) মজিদ
ক) জমিলা
গ) রহিমা
ঘ) হাসুনির মা

'লালসালু' উপন্যাসে প্রতিবাদের প্রতীক কে?
[বেরোবি; গ ইউনিট ২০১৭-১৮]

ক) মজিদ
খ) জমিলা
গ) রহিমা
ঘ) হাসুনির মা

লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপ কী প্রকাশ পেয়েছে

ক) ক্ষোভ
খ) ক্রোধ
গ) গর্ব
ঘ) হিংসা

লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপ কী প্রকাশ পেয়েছে

ক) ক্ষোভ
খ) ক্রোধ
গ) গর্ব
ঘ) হিংসা

'লালসালু' উপন্যাসের শেষ বাক্য কোনটি?
[দি. বো. ১৬]

ক) নাফরমানি করিও না
খ) মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে
গ) খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো
ঘ) বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ

'লালসালু' উপন্যাসের শেষ বাক্য কোনটি?
[দি. বো. ১৬]

ক) নাফরমানি করিও না
খ) মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে
গ) খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো
ঘ) বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ

মজিদ জমিলাকে মাজারে বেঁধে রেখেছিল-
[ম. বো. ২২]

i. মনে খোদার ভীতি জাগানোর জন্য
ii. শাস্তি দেবার জন্য
iii. তার বিদ্রোহী চেতনাকে বিনাশ করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

মজিদ জমিলাকে মাজারে বেঁধে রেখেছিল-
[ম. বো. ২২]

i. মনে খোদার ভীতি জাগানোর জন্য
ii. শাস্তি দেবার জন্য
iii. তার বিদ্রোহী চেতনাকে বিনাশ করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।'- উক্তিটির তাৎপর্য হলো-
[দি. বো. ১৭]

i. নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা
ii. বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা
iii. অন্ধভাবে বিশ্বাস করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।- উক্তিটির তাৎপর্য হলো-
[দি. বো. ১৭]

i. নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা
ii. বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা
iii. অন্ধভাবে বিশ্বাস করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সালমার মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই।লেখাপড়াও বেশিদূর করতে পারেনি।আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় অনেকটা বাধ্য হয়েই মধ্যবয়সি একজন লোকের সাথে সালমার বিয়ে দেয় তার মা।স্বামীর বাড়ি গিয়ে সালমা দেখে যে, সেই সংসারে সতীন ও তার এক পুত্রসন্তান রয়েছে।সালমার ভাগ্য বড়োই খারাপ।বড়ো বউ তাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না।সারাদিন সালমাকে খাটায়, ঠিকমতো খেতে দেয় না।স্বামীর কানভারি করে সালমার বিরুদ্ধে।হঠাৎ সালমা একদিন বুঝতে পারে যে, তার স্বামী একজন চোরাকারবারি।সালমা এসব দেখে ভয় পায়।সে প্রতিবাদ করলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।একদিন সালমা মেরাজের সমস্ত কুকীর্তির কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেয়।মেরাজের মুখোশ খুলে যায়।

ক. রহিমার পেটে কয়টি প্যাঁচ?

খ. 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেরাজের বড়ো বউয়ের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত রহিমা চরিত্রের তুলনা করো।

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত সালমা এবং 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত জমিলার জীবন চিত্র যেন একই সুতোয় বাঁধা।'-মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

রিকশাচালক সাহেব আলির মেয়ে সালেহা।প্রাইমারির পর পড়া হয়নি তার।বয়স হয়তো ১২ কী ১৩।বড়োই চঞ্চলা।তিন বোনের মধ্যে সে-ই বড়ো।এক আত্মীয়ের মাধ্যমে একদিন বিয়ের প্রস্তাব আসে সালেহার।ছেলে থাকে বিদেশে, দালান বাড়ি, অনেক টাকার মালিক। তবে শর্ত একটা, "আপাতত মোবাইল ফোনে বিয়ে; ছেলে দেশে ফিরলে বউকে তুলে নেবে বলে।যতদিন না ফিরবে ততদিন বউয়ের খরচপত্র বাবাদ টাকা পাঠিয়ে দেবে।' এমন প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার উপায় ছিল না দরিদ্র সাহেব আলির।নিয়ম মেনে বিয়ে।তারপর কয়েক বছর পর দেশে ফিরল ছেলে।ছেলের বয়স এখন পঞ্চাশ (ঢা. বো. ২০২২)

ক. 'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন ধরনের গ্রন্থ?
খ. জামিলা কে? সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।
গ. উদ্দীপকের সালেহার সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।'- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

ঘটনাপ্রবাহ

মানুষের শস্যহীন দেশ ত্যাগ

জঙ্গলে সরকারি কর্মচারীর সাথে মৌলবির সাক্ষাৎ

মতিগঞ্জের রাস্তা দিয়ে মজিদের মহব্বতনগরে নাটকীয় প্রবেশ

মুদাচ্ছের পিরের মাজার স্থাপন

মজিদের সংসার ও রাহিমার হাটার ভূল

ঘটনাপ্রবাহ

গান না গাওয়া ও কলেমা শেখার উপদেশ

হাসুনির মার বিচার প্রদান ও বুড়োকে মজিদের জেরা

বুড়োর বিচার ও তার বাড়ি ত্যাগ

নতুন পীরের আগমন ও মজিদের নামাজের সময়ের ভুল ধরা

ঘটনাপ্রবাহ

মজিদ ভক্তের মারামারি ও হাসপাতালে ভর্তি

প্যাঁচ খোলার কূটকৌশলে আমেনা বিবিকে শাস্তি

আক্কাসের স্কুল ও মজিদের মসজিদ

মজিদের সন্তান লাভের ইচ্ছে ও ২য় বিবাহ

ঘটনাপ্রবাহ

বুড়ির মরা সন্তান ফিরে পাওয়ার আকুতি

অন্য এক জমিলা

জমিলার অবাধ্যতা এবং মজিদের শাস্তি প্রদান

ঝড়-বৃষ্টিতে সব শেষ

উৎকর্ষ

মজিদ

- মিথ্যাবাদী
- বিশ্বস্ত
- স্বার্থপর
- ভন্ড
- আধিপত্যবাদী

রহিমা

- ধর্মভীরু
- স্বামীভক্তি
- সন্তান বাৎসল্য

জমিলা

- স্বাধীনচেতা
- চঞ্চলতা
- প্রতিবাদী

উৎকর্ষ

আমেনা

- অসহায়
- স্বামীভক্তি
- সন্তান আকাঙ্ক্ষা

উৎকর্ষ

খালেক ব্যাপারী

- সহজ সরল
- অন্ধবিশ্বাস
- সিদ্ধান্তহীন

আজকে তাহলে এটুকুই, আবার দেখা হবে।